বৃক্ষরোপণ বা বনসৃজন (Afforestation)

Prof. Biswanath Nag
NSS (GENERAL)
SEM-IV , DSC-4

প্রকৃতি সব সময়ই ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সে তার পরিবেশকে রক্ষা করে থাকে । এ ক্ষেত্রে তাকে সহায়তা করে বৃক্ষরাজি অর্থাৎ তার বিস্তৃত বনাঞ্চল । কিন্তু সভ্যতাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে এবং নিজেকে সভ্য করে তুলতে মানুষ অবাধে আঘাত হেনেছে প্রকৃতির রক্ষাকবচ এই বৃক্ষের ওপরে । ফলে প্রকৃতির প্রতিক্রিয়া আমরা দেখতে বাধ্য হয়েছি এবং হচ্ছি । একের পর এক আমদের প্রকৃতিক দুর্যোগের শিকার হতে হচ্ছে । পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় যেখানে কোন দেশের মোট আয়তনের অন্তত ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা প্রয়োজন সেখানে বেশিরভাগ দেশই তা রাখতে ব্যর্থ হয়েছে ।

বৃক্ষের সাথে জড়িয়ে আছে আমাদের অস্তিত্বের সম্পর্ক । আমদের জীবন ও জীবিকার জন্য বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য । বৃক্ষ সমস্ত প্রাণীর খাদ্যের যোগান দেয় । বিশাল এই প্রাণী জগতকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য অক্সিজেন দেয় । সেইসাথে প্রাণী জগতে বিপন্নকারী কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণ করে । বন্যা, ক্ষরা, ঝড়, নিয়ন্ত্রণ করে বৃক্ষ প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষা করে থাকে । রাষ্ট্র সংঘের রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বের উন্নত ও সুসভ্য দেশগুলি উন্নয়নশীল দেশগুলোর চেয়ে বেশি মাত্রায় বনভূমি ধ্বংস করছে । কিন্তু এর ক্ষতিকর প্রভাব বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পড়ছে উনয়নশীল বা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির উপর । উন্নত দেশগুলোর অধিক হারে বৃক্ষ নিধনের ফলে বিশ্বের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছে । মেরু অঞ্চলে বরফ গলে যাচ্ছে । ফলে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পেয়ে উপকূলীয় অঞ্চলগুলো ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে । কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় বায়ুমন্ডলের ওজন স্তরে ফাটল ধরেছে । যারফলে গ্রিন হাউস ইফেক্টের মতো মারাত্মক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে । এই অবস্থার প্রতিকার এখনই করা না হলে আগামী ২০৫০ সালের মধ্যে সারা বিশ্বে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যাবে এবং জীবনযাত্রা চরম ঝুঁকিপূর্ণ হবে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন ।

বৃক্ষরোপণ কেন প্রয়োজন :-

সভ্যতাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং শিল্পের উন্নয়ন ও প্রসারের লক্ষ্যে প্রতিনিয়তই আমরা বনাঞ্চল ধ্বংস করছি । আর এসবই করছি বর্ধিত জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে । নিজেদেরকে উন্নত দেশগুলোর কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার চেষ্টায় উন্নয়নশীল দেশগুলি অবিরাম ছুটে চলেছে । অন্যদিকে উন্নত দেশগুলো চেষ্টা করছে নিজেদেরকে আরো উন্নত করতে । আর এসব করতে গিয়ে সমস্ত চাপ এসে পড়ছে প্রকৃতির উপর । বিশেষ করে বনভূমির উপর ।

ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নিত্য নতুন সমস্যা । আর এই সকল সমস্যা প্রতিরোধের জন্য আমাদেরকে বনায়নের জন্য কাজ করতে হবে । যে সমস্ত সমস্যা মোকাবিলায় আমাদের বৃক্ষরোপন করতে হবে তা হোল -

১) **প্রাকৃতিক দুর্যোগ রোধ** : প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণ হিসাবে বিশ্ব উষ্ণতাকে দায়ী করা হয় । এবং এর পেছনে কারণ হিসাবে অধিক জনসংখ্যা ও তাদের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে নির্বিচারে বৃক্ষনিধনের কথা বলা হয় । বনাঞ্চল ধ্বংসের কারণেই আমরা স্বল্প বিরতিতে বিভিন্ন ঝড়, ক্ষরা, নদী ভাঙন ও বন্যার সম্মুখীন হচ্ছি । আমাদের দেশে প্রাকরতিক দুর্যোগ রক্ষা করে সবুজ গাছপালা । তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগ প্রতিরোধের জন্য আমাদেরকে বৃক্ষ রোপণ করতে হবে ।

২) **বায়ুদূষণ রোধ** : বৃক্ষ পরিবেশ থেকে ক্ষতিকারক কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহন করে অক্সিজেন সরবরাহ করে । কিন্তু অধিক হারে বৃক্ষনিধনের ফলে দিন দিন বাতাসে কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে । বৃক্ষহীনতার ফলে বায়ু দূষণের জন্য দায়ী অন্যান্য যেসকল উৎসগুলো আছে সেগুলোকেও পরিবেশ নিজ ক্ষমতায় পরিশোধন করতে পারছে না । ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বায়ুদূষণ এবং এই কারণে মানুষ আক্রান্ত হচ্ছে প্রাণঘাতী বিভিন্ন রোগে । তাই এই বায়ুদূষণ এবং তার থেকে সৃষ্ট রোগবালাই থেকে মুক্ত থাকতে আমাদেরকে পর্যাপ্ত পরিমানে বনায়ন করতে হবে ।

৩) **গ্রিন হাউস এফেক্ট প্রতিরোধ** : বিজ্ঞানীদের মতে এই গ্রিন হাউস এফেক্টের ফলে নিকট ভবিষ্যতে আর্কটিক মহাসাগরের বিশাল বরফ স্তর গলে সমুদ্রের জলস্তর বেড়ে যাবে । আর তা যদি ১ মিটার বাড়ে তাহলে পৃথিবীর এক তৃতীয়াংশ , বিশেষ করে মালদ্বীপ , বাংলাদেশ, সুন্দরবন, কোলকাতা প্রভৃতি অঞ্চল ১০ ফুট জলের নিচে তলিয়ে যাবে । আর তাই এর থেকে নিস্তার পেতে হলে আমাদেরকে অধিকহারে বনায়ন করতে হবে ।

৪) **ভূমি ক্ষয়রোধ** : বনভূমি ধ্বংসের ফলে ভূমিক্ষয় বৃদ্ধি পায় এবং ক্ষরা ও মরুকরণ দেখা দেয় । তাই ভূমি ক্ষয়রোধের জন্য বৃক্ষ রোপণ করা খুবই প্রয়োজন ।

বৃক্ষরোপণ অভিযান :-

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন ‘দাও ফিরিয়ে সেই অরণ্য, লও এ নগর’ । অর্থাৎ তার সময়েই তিনি বনভূমির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন । অনেক সময় পেরিয়ে গেছে, তবে বর্তমানে আমাদের সরকারগুলোও বৃক্ষরোপণের গুরুত্ব বুঝতে পেরেছে । আর তা সবাইকে অনুধাবন করাতে সরকার বৃক্ষরোপনকে সামাজিক আন্দোলনের রূপ দিয়েছে । প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের হাত থেকে দেশকে বাঁচাতে জুলাই মাসের প্রথম সপ্তাহকে বেছে নেওয়া হয়েছে বৃক্ষরোপণ সপ্তাহ হিসাবে । মৌসুমী বৃষ্টিপাত হওয়ায় এই সময়কে বৃক্ষরোপনের জন্য উপযুক্ত সময় হিসাবে নির্ধারণ করা হয়েছে । সরকার নিজ উদ্যোগে বিভিন্ন নার্সারি থেকে লক্ষ লক্ষ চারা গাছ জনগনের মধ্যে বিনা

মূল্যে বা নামমাত্র মূল্যে বিতরণ করছে । পাশাপাশি বিভিন্ন এনজিও সংস্থাও এই অভিযানে এগিয়ে এসেছে । সরকার সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস ও ভূমিক্ষয় রোধে উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী গড়ে তুলতে উপকূলবাসীকে সম্পৃক্ত করার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা নিয়েছে ।

বনভূমি উন্নয়নে করণীয় :

দেশের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য চাহিদা পূরনের জন্য বনভূমি ও বনজ সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম । কিন্তু আমাদের দেশে প্রয়োজনের তুলনায় বনভূমির পরিমান অত্যন্ত কম । অবাধে বৃক্ষ নিধনের ফলে আমাদের বনভূমি সংকুচিত হয়ে এসেছে । কিন্তু আমাদের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য প্রয়োজনে এই বনভূমি ও বনজ সম্পদের সংরক্ষণ ও সম্প্রসারণ করা প্রয়োজন । আর এজন্য যা করণীয় তা হল -

* নতুন নতুন বনভূমি গড়ে তুলতে হবে । নদীর তীরবর্তী অঞ্চল, উপত্যকা, পাহাড়ি উচ্চ এলাকা ও সমুদ্র উপকুলে পর্যাপ্ত বনায়ন করতে হবে ।

* নির্বিচারে বৃক্ষনিধন রোধ করতে হবে । মূল্যবান বৃক্ষসমুহ সরকারী অনুমতি ছাড়া নিধন করা নিষিদ্ধ করতে হবে ।

* সরকারী তত্ত্বাবধানে বনাঞ্চল সগরক্ষণ ও বৃক্ষরোপন করতে হবে । বনজ সম্পদ রক্ষায় ও এর উন্নয়নের জন্য বনবিভাগের কর্ম কর্তাদের যথেষ্ট প্রশিক্ষণ দিতে হবে । বনবিভাগীয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের দূর্নীতি দমন করতে হবে ।

* বন্যপ্রাণী সংরক্ষনে অভয়ারণ্য গঠন ও সংরক্ষণ করতে হবে । জনগণকে সচেতন হতে হবে । বিনামূল্যে জনগণের মাঝে চারাগাছ বিতরণ করতে হবে ।

* বনভূমি থেকে কাঠ সংগ্রহের জন্য যেন আর কোনো গাছ কাটা না হয় সে ব্যবস্থা নিতে হবে । কাটা হলেও সেখানে নতুন গাছ লাগিয়ে যেন সেই শূন্যতা পূরণ করা হয় । জ্বালানী হিসেবে কাঠের বিকল্প খুঁজতে হবে ।

* চোরাই পথে বৃক্ষনিধন প্রতিরোধ করতে হবে । এজন্য সরকার এবং জনগণকে সচেষ্ট হতে হবে ।

* সর্বপরি, বৃক্ষরোপণ অভিযানকে শুধুমাত্র একটি সপ্তাহে সীমাবদ্ধ না রেখে বছরের অন্যান্য সময়েও তা চালিয়ে যেতে হবে ।